'কেহ যদি তরুণ বৎসরের ফুল এবং পরিণত বৎসরের ফল, কেহ যদি স্বর্গ ও মর্ত্য একত্রে দেখিতে চান তবে শকুন্তলায় তাহা পাইবে'। তাৎপর্য

কবিগুরু গ্যেটে কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' নাটকটি সম্পর্কে এই অতুলনীয় মন্তব্যটি করেছিলেন। মনীষী গ্যোটে বলতে চেয়েছেন এই নাটকটির মধ্যে একটি পরিণতির ভাব আছে। ফুলের পরিণতির ফলে আর মর্ত্যের পরিণতি স্বর্গে। নাটকটির মধ্যেও অপরিণতি থেকে পরিণতিতে রূপান্তর ঘটেছে।

রবীন্দ্রনাথ মহাকবি গ্যেটের জার্মান ভাষ্যটিকে বাঙলায় সার্থক ও সুন্দর রূপে অনুবাদ করেছেন। এই উক্তিটির তাৎপর্য গভীর এবং ব্যাপক।

এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে মহাকবি গ্যেটের এই বিখ্যাত উক্তিটির অনুবাদ করেছিলেন বিদ্যাসাগর রবীন্দ্রনাথের বহুপূর্বে। বিদ্যাসাগরের অনুবাদটি এখানে উদ্ধৃত করা গেল —

জার্মান দেশীয় অতি প্রধান পতিত ও অতি প্রধান কবি, গেটি, শকুন্তলার সব উইলিয়ম্ জোনসকৃত ইঙ্গরেজী অনুবাদের ফষ্টর কৃত জার্মান অনুবাদ পাঠ করিয়া লিখিয়াছেন, যদি কেহ বসন্তের পুষ্প ও শরদের ফল লাভের অভিলাষ করে, যদি কেহ চিতে আকরর্ষণ ও বশীকরণ কারী বস্তুর অভিলাষ করে; যদি কেহ প্রীতিজনক ও প্রফুল্ল কর বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ স্বর্গ ও পৃথিবী এই দুই এক নামে সমাবেশিত করিবার অভিলাষ করে; তাহা হইলে হে অভিজ্ঞান শকুন্তল! আমি তোমার নাম নির্দেশ করি; এবং তাহা হইলেই সকল বলা হইল।' (সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব)

শকুন্তলা নাটকটির গভীর তাৎপর্য এবং গূঢ়ার্থ এই একটি বাক্যের মধ্যে সংহত হয়ে আছে।

প্রথম অঙ্কে মহানাট্যকার কালিদাস শকুন্তলাকে তাঁর স্বভাবের ছেড়ে দিয়েছেন। সখীগণের সঙ্গে তরুলতা অরণ্য প্রকৃতি পশু পক্ষীর সঙ্গে শকুন্তলা একান্ত হয়েই মিশে আছেন। কিন্তু যৌবনের স্বাভাবিক উত্তাপকে যে অস্বীকার করা যায় না এ কথা ঘটনার অনিবার্যতার মধ্যে দেখানো হয়েছে। আর তাই দুষ্যন্তের প্রণয় বন্ধনে সহজেই ধরা দিয়েছেন তিনি। এ বিষয়ে

Scanned with CamScanner

শকুন্তলার মনে সংশয় ছিল। তাই তিনি বলেছেন — 'কিং নু খলু ইমং প্রেক্ষা তপোবন বিরোধিনো বিকারস্য গমনীযাস্থি সংবৃত্তা' — অর্থাৎ একে দেখে আমি এরূপ তপোবন বিরোধী বিকারের বশবর্তী হলাম কেন?

ধীরে ধীরে শকুন্তলার মধ্যে লজ্জাও দেখা দিয়েছে। এক চক্ষু হরিণীর মতোই তিনি প্রণয়-তীর বিদ্ধ হয়েছেন।

কালিদাস এই স্নেহাবিষ্ট প্রেমকে সমর্থন করেননি। যৌবন-স্থূল প্রেমকে স্বীকার করলেও জীবনের সেটিই শেষ কথা নয়। দেহ নির্ভর প্রেমের সার্থক পরিণতি দেহাতীত অনুভবে। প্রেমের চরম সার্থকতা মাতৃত্বে।

এইজন্য তাই তপস্যা। অগ্নিশুদ্ধ না হলে প্রেম স্বরূপে আত্ম প্রকাশ করেনা। দুর্বাসার শাপ তাই একটি প্রতীক। রাজার নামাঙ্কিত অঙ্গুলীয়ক হারিয়ে প্রথম যৌবনের মদমত্ততার প্রায়শ্চিত্ত করেছেন শকুন্তলা। রবীন্দ্রনাথ বলেছে —

যে প্রেম প্রণয়ী বা প্রণয়িনীকে আপন আপন কর্তব্য সম্বন্ধে বিস্মৃত করিয়া তোলে, যে প্রণয় কেবল পরস্পরকে কেন্দ্র করিয়া আবর্তিত হয়। যাহা কখনো আত্মীয় পরিজন বন্ধু বান্ধব বা অপরাপর ব্যক্তিগণের মধ্যে মঙ্গল মাধুর্য বিকিরণ করে না তাহা একান্তই স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিক ও সংকীর্ণ প্রেম। এরূপ প্রণয় অল্প সময়ের মধ্যে দুর্বহ হইয়া উঠে। এরূপ প্রণয় দেবরোষ ভস্মীভূত হয় অভিশপ্ত হয়। ঋষি শাপে এবং গুরুজন ভর্ৎসনায় খণ্ডিত হয়।"

রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করেই বলেছেন — "যে প্রেমের কোন বন্ধন নাই, যাহা অকস্মাৎ নরনারীকে অভিভূত করিয়া সংযম দুর্গের প্রাকারের উপর অপকার জয়ধ্বজা নিযাদ করে কালিদাস তাহার শক্তি স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহার কাছে আত্ম সমর্পণ করেন নাই।"

এই প্রগলভ প্রেমে পরিণতি বিচ্ছেদ শকুন্তলা — দুষ্যন্তের জীবনে তাই ঘটেছে।

এরপর তপস্যা এবং উভয়েরই প্রায়শ্চিত্ত। অঙ্গুরীয়ক প্রাপ্তির পর দুষ্যন্তের তীব্র অনুতাপ ও অনুশোচনা। শকুন্তলা বিরহ জনিত শোকে বিহ্বল রাজা বসন্ত-উৎসব বন্ধ করে দিয়েছেন। এই বিরহ দগ্ধতাই রাজার সাধনা, তপস্যা।

অন্যদিকে শকুন্তলা মহর্ষি মারীচের আশ্রমে বিরহ দগ্ধ। প্রোষিতভর্তৃকার দিন কাটে চরম সংযমে এবং ব্রতানুষ্ঠানে।

অবশেষে মেঘমুক্ত হয়েছে আকাশ। মিলন ঘটেছে দুষ্যন্ত শকুন্তলার। প্রথম মিলনে ছিল যৌবন মূলত চাপল্য, অসংযম, ভোগস্পৃহা আর দ্বিতীয় মিলনে আত্মিক মিলন। সংযম ও বন্ধনের মিলন। শকুন্তলা মাতৃত্বের উজ্জ্বলতায় ভাস্বর। পিতৃত্বের গৌরবে দুষ্যন্ত মহীয়ান। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন এই নাটকের প্রথমে 'প্যারাডাইস লষ্ট' এবং শেষে 'প্যারাডাইস বিগেলড'

শেষে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটিকেই স্মরণ করি —

"কালিদাস অনাহুত প্রেমের সেই উন্মত্ত সৌন্দর্যকে উপেক্ষা করেন নাই, তাহাকে তরুণ লাবণ্যের উজ্জ্বল রঙেই আঁকিয়া তুলিয়াছেন কিন্তু এই অত্যুজ্জ্বলতার মধ্যেই তিনি তাঁহার কাব্যকে শেষ করেন নাই। যে প্রশান্ত বিরলবর্ণ পরিণামের দিকে তিনি কাব্যকে লইয়া গিয়াছেন, সেইখানেই তাঁহার চরম কথা।" (প্রাচীণ সাহিত্য)

Scanned with CamScanner